নিউ সাউথ ওয়েলস্ হাই স্কুলে ২০০৬ সাল থেকে বাংলা কোর্স চালু

- বাংলা প্রসার কমিটির একটি সফল প্রয়াস

সম্প্রতি বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্থানীয় প্রচার মাধ্যমে ***অস্ট্রেলিয়ার হাই স্কুলের পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয় ভাষা*** শিরোনামে একটি সংবাদ আমাদের নজরে এসেছে। সংবাদটিতে অস্ট্রেলিয়ার হাই স্কুলে বাংলা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে কিছুটা ভূল বুঝার অবকাশ রয়েছে। তাই বাংলা প্রসার কমিটির পক্ষ থেকে কমিউনিটির অবগতির জন্য এসম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য এখানে তুলে ধরা হলো। যেহেতু বাংলা প্রসার কমিটি এব্যাপারে পূর্নাঙ্গভাবে জড়িত, তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই এবিষয়ে কমিটির নেওয়া পদক্ষেপ গুলিও এখানে তুলে ধরছি।

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পাঠ্যক্রমে HSC পর্য্যায়ে বাংলাকে বেশ কয়েক বছর আগেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যার ভিত্তিতে ভিক্টোরিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এবং তাসমানিয়ায় এইচ এস সিতে বাংলা পরিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার জাতীয় এই পাঠ্যক্রমের ভিত্তেতে বাংলাকে কখনই এখানকার এইচ এস সিতে অন্তর্ভূক্ত করেনি। উল্লেখ্য, জাতীয় পর্যায়ে HSC তে বাংলা পরীক্ষা দিতে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক কমে যাওয়ায় এবছর থেকে জাতীয় পাঠ্যক্রমেও বাংলাকে স্থগিত রাখা হয়েছে।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে বাংলা প্রসার কমিটি গঠিত হয়েছিল নিউ সাউথ ওয়েলস এর HSC পরীক্ষায় বাংলাকে চালু করানোর উদ্দেশ্য সামনে রেখে। সেই অবধি বাংলা প্রসার কমিটি এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে বাংলা প্রসার কমিটি গঠিত হওয়ার পরদিন থেকেই নিউ সাউথ ওয়েলস এর বোর্ড অব স্টাডিজ ও শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা, এমপি ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী পর্যায়ে লবিং শুরু করে। ১৯৯৯ সালের শুরুতে বোর্ড অব স্টাডিজ এর কর্মকর্তাদের সাথে কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে আমাদেরকে জানানো হয় যে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার ভিত্তিতে LOTE(Language Other Than English) বা (HSC) -এ বাংলা চালু করা যেতে পারে। এই বৈঠকের পর LOTE ম্যানেজার হিলারী ডিক্সনের পরামর্শে প্রসার কমিটি বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের তালিকা প্রনয়নের কাজ শুরু করে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস থেকে। ২০০১ সালের মাঝামাঝী নাগাদ এই তালিকায় প্রায় ৫৫০ জন ছাত্রছাত্রীর বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়। একই বছর নভেম্বর মাসে উক্ত তালিকার বিভিন্ন উপাত্তসহ প্রসার কমিটি পুনরায় বোর্ড অব স্টাডিজ এর তৎকালীন কারিকুলাম ডিরেক্টর মি. রবার্ট র‍্যান্ডাল ও LOTE ম্যানেজার হিলারী ডিক্সনের সাথে সাক্ষাৎ করে। উক্ত সাক্ষাৎকারে প্রসার কমিটি বোর্ডে প্রদত্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা এবং ইতিমধ্যে বাঙ্গালীর ভাষা শহীদ দিবস

২১ শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ এর ভিত্তিতে HSC তে অন্যান্য ২৮টি ভাষার ন্যায় বাংলাকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য জোরালো অনুরোধ জানায়। মি. রবার্ট র‍্যান্ডাল অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য স্টেটে HSC তে বাংলা নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনেক কম থাকায় প্রসার কমিটির জোরালো উপস্থাপনা সত্ত্বেও বাংলাকে NSW LOTE এ তখনই অন্তর্ভূক্ত করতে সম্মত হননি এবং প্রসার কমিটিকে ৭ম থেকে ১০ম শ্রেনীর শিক্ষাক্রমে এই কোর্স চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি এ ব্যাপারে কমিটিকে সহযোগিতা করবেন বলেও আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু HSC তে বাংলা অন্তর্ভূক্তিকরনে কমিউনিউটির জোরালো সমর্থন এবং কমিটির নিকট অত্যান্ত শক্তিশালী উপাত্ত্ব সহয়তা থাকার কারনে আমরা তখন মি. র‍্যান্ডালের পরামর্শ গ্রহন করতে পারিনি। আমরা ব্যাপারটিকে তখন সরকারের আরো উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেস্টা চালাই।

বিগত ২০০২ সালের ২৮শে জুন আমরা NSW সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় জন উয়াটকিনের সাথে সাক্ষাৎ করি। মি. উয়াটকিনের নিকট আমরা দুনিয়া ব্যাপী বাংলা ভাষার গুরুত্ব, নিউ সাউথ ওয়েলস এবং অস্ট্রেলিয়ায় বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর অবস্থান, LOTE এ অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য ভাষার সাথে বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের তুলনামুলক উপাত্ত্ব সহ HSC তে বাংলা অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদন জানাই। তিনিও শিক্ষা বোর্ডের পূর্বতন উপদেশ মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আমাদেরকে চিঠিতে এব্যাপারে বোর্ডের সহযোগিতা প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষা মন্ত্রীর উক্ত চিঠির ভিত্তিতে বাংলা প্রসার কমিটি ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাসে NSW Saturday School of Community Languages (SSCL) এর অধ্যক্ষ মিস মার্জোরী এল্‌সমোরের সাথে যোগাযোগ করে তাকে বোর্ড অব স্টাডিজ এবং শিক্ষা মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের কথা জানায়। মার্জোরী এল্‌সমোর প্রসার কমিটিকে শিক্ষা বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেমওয়ার্ক এর ভিত্তিতে ৭ম থেকে ১০ম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ড্রাফ্‌ট সিলেবাস প্রনয়নের জন্য উপদেশ দেন। তার উপদেশ মোতাবেক আমরা একটি ড্রাফ্‌ট সিলেবাস তৈরী করে ঐ বছরই মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মিস এলসমোরের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছে হস্তান্তর করি। মিস এলসমোর বাংলার এই সিলেবাসটি বোর্ড অব স্টাডিজে সাবমিট করে এর অনুমোদন সাপেক্ষে ২০০৪ সালের প্রথম থেকে SSCL এর র‍্যান্ডউইক বয়'জ হাই স্কুল কেন্দ্রে বাংলা কোর্স চালু করবেন বলে আমাদের সাথে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। ২০০৪ সালের প্রথম থেকে SSCL এর রেন্ডউইক বয়'জ হাই স্কুল কেন্দ্রে বাংলা কোর্স চালুর সংবাদ কমিউনিটির তখনকার প্রচার মাধ্যম গুলোতে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০০৩ সালের শেষের দিকে এ বিষয়টি নিয়ে বোর্ড অব স্টাডিজের সাথে SSCL এর ভূল বুঝাবুঝির কারনে মিস এলসমোর আমাদেরকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি অক্ষুন্ন রাখতে দ্বিধান্বিত হন। পরবর্তীতে ২০০৪ এর প্রথম দিকে তিনি আমাদেরকে অন্য কোন নিয়মিত হাই স্কুলের মাধ্যমে বোর্ডের নুতন ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী পুনরায় ড্রাফ্‌ট সিলেবাস তৈরী করে বোর্ডের অনুমোদনের জন্য দাখিল করার পরামর্শ দেন।

আমরা ইতোমধ্যে NSW সরকারের পরবর্তী শিক্ষামন্ত্রী ও ডেপুটি প্রিমিয়ার ড: অ্যানড্রো রফসাগে, পরিকল্পনা মন্ত্রী মি. ক্রেইগ নাউলস এবং সরকার ও বিরোধী দলীয় বেশ কয়েকজন গুরুত্বপুর্ন সংসদ সদস্যদের নিকট আমাদের এই দাবী পূনরায় তুলে ধরি। এরা আমাদের দাবিটিকে অত্যান্ত যৌক্তিক বলে বিবেচনা করেছেন। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়ায় সফররত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া বেগম খালেদা জিয়া ২০০২ সালে এবং বানিজ্যমন্ত্রী মাননীয় এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) আলতাফ হোসেন

২০০৪ সালে NSW প্রিমিয়ার মাননীয় বব কারের সাথে সাক্ষাতের সময় বাংলাকে এই স্টেটের পাঠ্যক্রমে একটি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে কথা বলেছেন বলে আমরা জেনেছি। বাংলাদেশ সরকারের বিগত হাই কমিশনার মান্যবর লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) হারুন-আর-রশিদ গত বছর প্রিমিয়ারের অফিস থেকে পাওয়া এক চিঠির সার-সংক্ষেপ বাংলা প্রসার কমিটিকে জানিয়েছিলেন যেখানে প্রসার কমিটিকে দেওয়া বোর্ড অব স্টাডিজের পূর্বতন সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

গত ডিসেম্বর ২০০৪ সালে বাংলা প্রসার কমিটি নুতন উদ্যোমে আরো তীব্রভাবে এব্যাপারে কাজ করার উদ্যোগ নেয়। আমরা ২০০৫ সালের শুরুতেই নিউ সাউথ ওয়েলস বোর্ড অব স্টাডিজ, শিক্ষা অধিদপ্তর এবং SSCL এর সাথে যোগাযোগ করে পূর্বেকার সকল উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ঠভাবে SSCL এ ৭তম থেকে ১০ম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলা কোর্স চালুর দাবি জানাই। এর ফলশ্রুতিতে শিক্ষা অধিদপ্তরের কারিকুলাম ডিরেক্টর মি. রবার্ট র‍্যান্ডাল গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ বাংলা প্রসার কমিটিকে তাদের সাথে এক বৈঠকে বসার আমন্ত্রন জানান। উক্ত বৈঠকে ২০০৬ সালের প্রথম টার্ম থেকে SSCL এর ডালউইচ হিল হাই স্কুল সেন্টারে ৭তম থেকে ১০ম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি নির্দিষ্ঠ সংখ্যক এনরোল্ড ছাত্রছাত্রী সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উল্লেখ্য SSCL শুধুমাত্র শনিবারেই চলে এবং যে কোন এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভর্তি হতে পারে। ২০০৬ সালের এই কোর্সর জন্য ছাত্র ভর্তি এবছরের ৪র্থ টার্ম থেকে শুরু হবে। এবছরের ডিসেম্বর নাগাদ ভর্তিকৃত অথবা ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র সংখ্যা যদি ৩০ অথবা ততধিক হয় তাহলে SSCL ২০০৬ সালের মার্চ/এপ্রিলে বোর্ড অব স্টাডিজের অনুমোদনের জন্য বাংলা সিলেবাস সাবমিট করবে। SSCL এর বাংলা ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যদি কমপক্ষে ৩ বছরের জন্য অনুরূপ চলতে থাকে তাহলে ২০০৮ থেকে HSC তে বাংলা অন্তর্ভূক্ত হতে পারে বলে আমাদেরকে জানানো হয়।

এমতাবস্থায়, বাংলা প্রসার কমিটি তথা সমগ্র বাঙ্গালী কমিউনিটির সামনে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলা ভাষার জন্য এখন সবচাইতে বড় চ্যালেন্জ হলো SSCL এ উল্লেখযোগ্য সংখক ছাত্রছাত্রীর যোগান দেওয়া এবং এই সংখ্যা আগামী ৩/৪ বছর পর্যন্ত ধরে রাখা। একমাত্র তাহলেই অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় শিক্ষাক্রমে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে এবং NSW এর LOTE এ তার গৌরবময় আসন পাকাপাকি করে নিতে পারবে।

অব্দুল জলিল
সভাপতি
বাংলা প্রসার কমিটি
যোগাযোগ: ০৪২২ ৩৪৪ ৯৩৭